যুগান্তর

২৪/৬/২০০৩

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৭ ...

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট এখন আর নূতন কোনও ঘটনা নহে। যে সকল কারণে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন সেইগুলির মধ্যে শিক্ষক সংকট অন্যতম। পদোন্নতি ও বদলিজনিত জটিলতার কারণেই মূলত সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। পত্রিকান্তরে খবর হইতে জানা গিয়াছে যে বিয়ানীবাজার সরকারি ডিগ্রি কলেজে পদোন্নতি ও বদলির কারণে নয়জন শিক্ষক চলিয়া গেলেও উঁহাদের জায়গায় নূতন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হইতেছে।

সারা দেশের সরকারি কলেজই শিক্ষক সংকটে ভুগিতেছে। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়িলেও আনুপাতিক হারে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ে নাই। ডিগ্রি কলেজগুলিতেও প্রতি ৩৬ জনের জন্য বরাদ্দ রহিয়াছে মাত্র একজন শিক্ষকের। অন্যদিকে সরকারি কলেজের কয়েক হাজার শিক্ষকের গত পাঁচ বৎসর যাবৎ পদোন্নতি না হওয়ায় এক মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারি কলেজে বিসিএস ও আত্তীকৃত শিক্ষকদের দুইটি সংগঠনের মধ্যে মামলা চলিবার কারণে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ সরকার কোনও পদোন্নতি দিতে পারে নাই। অসংখ্য শিক্ষক পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়া নিম্নপদ হইতেই অবসরে চলিয়া গিয়াছেন। সাধারণত চাকুরির পাঁচ বৎসর পর পদোন্নতি দেওয়ার নিয়ম থাকিলেও কোনও কোনও শিক্ষক ২০-২১ বৎসর ধরিয়া একই প্রভাষক পদে কর্মরত রহিয়াছেন। ইহার ফলে নতুন শিক্ষক নিয়োগের পথও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এইদিকে যাহাওবা দুই-চারিজনকে পদোন্নতি দেওয়া হইতেছে, তাহাদের শূন্যপদগুলিও পূরণ করা হইতেছে না। ফলে বদলির কারণেও শিক্ষক সংকট বাড়িতেছে। যাহাদের বদলি করা হইতেছে তাহাদের জায়গায় নূতন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া যেমন স্থবিরতায় আক্রান্ত তেমনই অনেক শিক্ষক বদলি হইবার পরও নূতন কর্মস্থলে যোগদান করিতে নানাবিধ কারণে বিলম্ব করিতে থাকেন। ইহাতো শিক্ষার্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। কোনও কোনও কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক শূন্যতার কারণে একাধিক বিভাগ চালানো দায় হইয়া পড়িয়াছে। সরকারি অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্নীতির পাশাপাশি কিছু কিছু শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বহীনতা, অসততা ও আন্তরিকতাবিহীন আচার-আচরণ শিক্ষক সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষকতা মহৎ পেশা– এই আপ্তবাক্যটি এখনকার খুব কমসংখ্যক শিক্ষকই অনুসরণ করেন। বহু শিক্ষক উপজেলার সরকারি কলেজগুলিতে কাগজে-কলমে চাকুরি করিলেও অধিকাংশ সময় জেলা শহরেই থাকেন। সপ্তাহে দয়াপরবশতই যেন দুই-একটি ক্লাস নেন। তাহারা তাহাদের দায়িত্বকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। অনেকে আবার শহরে থাকিয়া কোচিং করাইয়া টুপাইস কামাইতেছেন। অথচ তাহারা সকল প্রকার সরকারি সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করিতেছেন। ন্যূনতম দায়িত্ববোধ বলিতে যাহা বোঝায় তাহাও এই শ্রেণীর শিক্ষকদের নাই। আজ যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নকল সর্বগ্রাসী রূপ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে উহার পিছনে এই সকল দায়িত্বহীন দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ শিক্ষকদেরও বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। অনেক শিক্ষককে আজকাল পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। এই সকল দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ ধস নামিবার উপক্রম হইয়াছে। এই পরিস্থিতির আশু অবসান প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে যতশীঘ্র যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ততই মঙ্গল।